কলকাতা, শিলিগুড়ি ও পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একযোগে প্রকাশিত

আর্থিক লিপি

Siliguri Office : Ph : 0353-2521544, Fax : 0353-2521545, E-mail : lipi.siliguri2015@gmail.com

www.facebook.com/arthiklipiepaper

৮ পাতা

Vol - XII, ISSUE - 294

শিলিগুড়ি • রবিবার • ২৮ আশ্বিন, ১৪২৪ • ১৫ অক্টোবর, ২০১৭ • SILIGURI • SUNDAY • OCTOBER 15, 2017

₹ 3

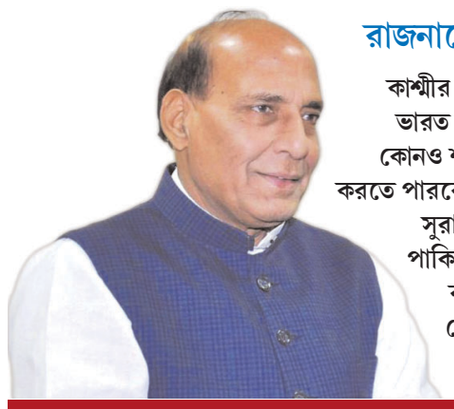

রাজনাথের দাওয়াই

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান ভারত করবেই। বিশ্বের কোনও শক্তি তাকে রোধ করতে পারবে না। গুজরাতের সুরাটে এক অনুষ্ঠানে পাকিস্তানকে এভাবেই কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং।

ট্রাম্পের তোপ

বছরের পর বছর পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফায়দা তুলছে। এভাবেই ইসলামাবাদকে সরাসরি নিশানা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

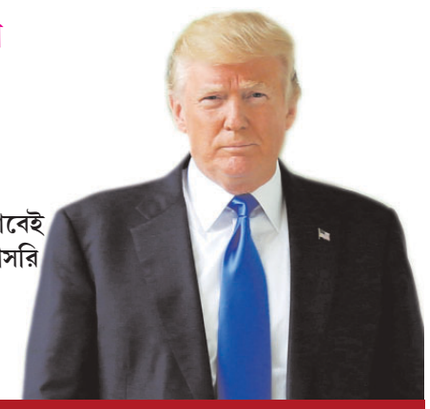

গান স্যালুটে শেষ বিদায় অমিতাভকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দার্জিলিং/মধ্যমগ্রাম: বাবাকে ফোনে জানিয়েছিলেন, কালীপুজোয় বাড়ি আসবেন। আবদার ছিল মায়ের হাতে নাড়ু খাওয়ার। শেষ পর্যন্ত বাড়ি এলেন আদরের শানু। কিন্তু জাতীয় পতাকায় মোড়া কফিনবন্দি হয়ে। শুক্রবারই দার্জিলিঙে গুরুংপন্থীদের গুলিতে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছিল ২৮ বছরের সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিকের। এই ঘটনায় শোকে পাথর তাঁর পরিবার। ছেলে ফোনে আবদার করেছিল নাড়ু খাওয়ার। কিন্তু সেই মায়ের হাতের তৈরি নাড়ু আর তুলে দিতে পারলেন না গঙ্গা মালিক। তাই কফিনবন্দি অমিতাভ'র দেহের উপরেই রাখলেন তাঁর প্রিয় নাড়ু। এরপরেই বারবার জ্ঞান হারিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। শনিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ অমিতাভ মালিকের কফিনবন্দি দেহ নিয়ে আসা হয় মধ্যমগ্রামের আমরা ক'জন ক্লাবের মাঠের। অমিতাভ'র দেহ নিয়ে দার্জিলিং থেকে ফিরেছেন স্ত্রী বিউটি মালিক। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এদিন মৃত অফিসারকে গান স্যালুট দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই গান স্যালুটে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থ আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) অনুজ শর্মা, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার পুলিশ সুপার সি সুধাকর ছাড়াও রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথিন ঘোষ, বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার প্রমুখ। এদিন অমিতাভ'র কফিনবন্দি দেহের সামনে দাঁড়িয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এখানে এসেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবারটির পাশে থাকার কথা বলেছেন। যারা এই কাজ করল। তাদের যারা সমর্থন করছেন তারা রাষ্ট্রদ্রোহী। এরা রাজ্য ও দেশের ভাল চান না। যে জঙ্গিরা পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিককে মেরে ফেলল, তাদের সমর্থনের কথা বলছেন দিলীপবাবুরা। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। বাংলা সংস্কৃতি এদের কোনওদিন ক্ষমা করবে না। এদিন দুপুর ১.২০ নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে এসে পৌঁছয় নিহত সাব ইন্সপেক্টরের মরদেহ। এরপর দুপুর আড়াইটে নাগাদ মধ্যমগ্রাম পুরসভার শববাহী গাড়িতে তাঁর দেহ এসে পৌঁছয় মধ্যমগ্রামের আমরা কজন ক্লাবের মাঠে। জেলা ও রাজ্য পুলিশের কর্তারা তখন সেখানে উপস্থিত। রয়েছেন বাবা-মা ও অন্যান্য আত্মীয়রাও। ১২ জন পুলিশকর্মী কাঁধে করে অমিতাভ'র কফিনবন্দি দেহ অস্থায়ী বেদিতে রাখেন। সাদা চাদরে মোড়া ছিল তাঁর নিথর দেহ। অমিতাভ'র স্ত্রী বিউটি মালিক সমানে আছড়ে পড়ছেন কফিনের উপর। স্বামীর দেহ জড়িয়ে ধরে অঝোড়ে কেঁদে চলেছেন। বিউটির সেই কান্নার মধ্যে প্রলাপের মতো বলতে থাকেন, 'ডিউটি থেকে ফিরে ও অনেক কথাই বলত। বিমল গুরুংদের বিরুদ্ধে অপারেশনের কথা বলত। এই অপারেশনে গুরুংদের ধরলে একটু রিলিফ পাব মনে হয়। দীপাবলিতে বাড়ি যাব। সবাই মিলে ঘুরতে যাব। কিন্তু ও আমায় ছেড়ে একাই চলে গেল।' রাজ্য পুলিশের ডিজি, আইজি, পুলিশ সুপার, মন্ত্রী, সাংসদ সকলেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপরেই শুরু হয় গানস্যালুট। ১২ জন পুলিশ আকাশে ছুঁড়লেন ৩৬টি বুলেট। গান স্যালুটের সময় অমিতাভ'র বাবা-মা, ভাই ও স্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এরপরেই শববাহী গাড়ি রওনা হয় বাড়ির উদ্দেশ্যে। মধ্যমগ্রাম বাদুরোডের দু'ধারে তখন মানুষের ঢল। পাটুলির অপরিসর রাস্তা জুড়ে তখন অপেক্ষারত এলাকার মানুষ। বাড়িতে পৌঁছনোর পর সামান্য সময় সেখানেই রাখা হয় তাঁর দেহ। এরপর অন্তিমযাত্রা নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে। শববাহী গাড়ির সামনের আসনে ছিলেন বাবা সোমেন মালিক, মাঝের আসনে স্ত্রী বিউটি, পিছনে অমিতাভ'র নিথর দেহ। ধীরে ধীরে নিমতলা মহাশ্মশানের দিকে এগিয়ে যায় শবযাত্রা। এরপর চোখের জলে শেষ বিদায় জানিয়ে সেখানেই পঞ্চভূতে বিলীন হন মাত্র ২৮ বছর বয়সি রাজ্য পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিক।

মধ্যমগ্রামের আমরা কজন ক্লাব প্রাঙ্গণে গান স্যালুট দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে নিহত সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিককে। উপস্থিত রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডিজি সুরজিৎ কর পুরকায়স্থ প্রমুখ। -নিজস্ব চিত্র

পাহাড়ে জনজীবন সচল, গুরুংয়ের ডেরাতেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দার্জিলিংয়ের জনজীবন শনিবার ছিল স্বাভাবিক। গুরুংয়ের ডেরাতেও এদিন সচল স্বাভাবিক জীবন চোখে পড়েছে। দোকানপাট খুলেছে, বাজারহাট বসেছে, চলেছে গাড়িঘোড়াও। গতকালের ছায়া এদিন দেখা যায়নি পাহাড় জুড়ে। শনিবার সিংমারিতে মোর্চার সদর দফতর বন্ধ ছিল। লেবং এবং পাতলেবাস এলাকায় পুলিশি টহল ছিল এদিন বেশি। তবে পাহাড় তার স্বাভাবিক ছন্দেই ছিল এদিন। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পাতলেবাসের কাছে লিম্বু বস্তিতে গুরুংবাহিনীর সঙ্গে দার্জিলিং পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। গুলি চালানো হয়। ঘটনায় পুলিশের এসআই-এর মৃত্যু হয়। এছাড়া কয়েকজন পুলিশ কর্মী জখমও হন। পাতলেবাসের কাছে একটি অস্ত্র ভাণ্ডার খোঁজ পায় পুলিশ। এদিকে, পাতলেবাসের ঘটনার খবর চাউর হতেই শুধু দার্জিলিং নয়, গোটা পাহাড় জুড়েই বেশ আতঙ্কের রেশ চোখে পড়ে। দোকানপাট, বাজারঘাট সবই খোলা থাকলেও, প্রত্যেকেই ফের আতঙ্কে ছিলেন। গোটা পাহাড় জুড়েই অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। সবাই আতঙ্কে ছিলেন যে ফের কি পাহাড়ে অশান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে?

কিন্তু শনিবার সকাল থেকেই ফের চেনা পরিবেশে ফিরেছে দার্জিলিং। প্রসঙ্গত, গত ১০৪ দিনের টানা বন্‌ধে পাহাড়বাসী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বন্‌ধ না করতে চাইলেও বিমল গুরুংয়ের ফতোয়ায় সবাই আতঙ্কিত ছিলেন। দোকানপাট, স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি অফিস, পরিবহণ সবই বন্ধ ছিল। প্রতিদিন পাহাড়বাসীর মনে আক্রোশ তৈরি হচ্ছিল। মানুষের ভাবাবেগকে বুঝে এরপর মোর্চার বিনয় তামাং এবং অনিত থাপা সহ বেশ কিছু নেতা এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। তাঁরা পাহাড়বাসীকে অভয় দেন, আপনারা পাহাড় খুলুন আমরা আছি, প্রশাসন আছে। বলেন, গোর্খাল্যান্ড আমাদের দাবি। তাই বলে এই দাবি আদায় করতে পাহাড়বাসীকে বিপদের মুখে ফেলে দিতে পারি না। এরপর ধীরে ধীরে পাহাড় স্বাভাবিক হতে থাকে। কয়েকদিন ধরেই পাহাড় স্বাভাবিক হওয়ার ছবি দেখা গেছে। পর্যটকদের আসা শুরু হয়েছিল পাহাড়ে। কোথাও কোনও অশান্তি ছিল না। কিন্তু হঠাৎই বিমলপন্থীদের গুলিতে এক পুলিশ কর্মীর মৃত্যুতে ফের পাহাড়ে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় গতকাল। কিন্তু পাহাড়বাসী সেই আতঙ্ককে আর জিইয়ে রাখতে নারাজ। এদিন সকাল থেকেই গোটা পাহাড়ের ছবি দেখলেই তা পরিষ্কার।

অমিতাভ'র মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে পাহাড়ে যাচ্ছেন ডিজি

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

শনিবারই যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে গুরুংবাহিনীর গুলির আঘাতে নিহত সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিকের। তরুণ এই অফিসারের মৃত্যুর ঘটনায় শোকস্তব্ধ মুখ্যমন্ত্রীও। এদিন নবান্নে বসে নিহত সাব ইন্সপেক্টরের শেষকৃত্য যাতে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয় তার তদারকিরও করেন তিনি। ভারাক্রান্ত মনে চাপা বেদনাকে প্রকাশ করতে দু'লাইনের একটি কবিতাও লেখেন মুখ্যমন্ত্রী।

'কাল তার দেহে ছিল প্রাণ
আজ যে সে এক মর্মান্তিক কফিন।'

নবান্ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় সাংবাদিকদের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি ওকে চিনতাম, ও খুব সাহসী ছেলে ছিল। আমার সঙ্গে দার্জিলিঙে দেখা হয়েছিল। মর্মান্তিক ঘটনা। গোটা রাজ্যজুড়ে শোক পালন হয়েছে। প্রতিটি থানা থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনিক দফতরে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে।' পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, পাহাড়ের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করতে ডিজিকে দার্জিলিং পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মূলত ডিজি সুরজিৎ করপুরকায়স্থ পাহাড়ের পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবেন। পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়টিও খতিয়ে দেখবেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার নিহত অমিতাভবাবুর বাবার চাকরির ব্যবস্থা করেছে। তাঁর স্ত্রীও নিয়ম মেনে পুলিশে চাকরি পাবেন। ওদের পরিবারের শূন্যস্থান পূরণ করার নয়। তবু আমরা চেষ্টা করছি যাতে ওদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করা যায়। নিহত অমিতাভবাবুর বাড়ির লোক থেকে শুরু করে বাংলার আপামর জনতার মুখে এখন একটাই কথা, 'বাংলা ভাগ হবে না, গুরুংদের শেষ পরিণতি দেখতে চায় তারা'।

শিশুদের নিয়ে মিছিল, শিশুসুরক্ষা কমিশন সমন পাঠাল গুরুংকে

শিলিগুড়ি, ১৪ অক্টোবর : আইনি জটিলতায় ক্রমশ জর্জরিত হচ্ছেন মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং। শনিবার শিশু সুরক্ষা কমিশন বিমল গুরুংকে সমন পাঠিয়েছে। হাজিরা দিতে বলা হয়েছে আগামী ২৩ অক্টোবর। জানা গেছে, গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের নামে বিমল গুরুংয়ের নেতৃত্বে যে আন্দোলন-মিছিল সংগঠিত করা হয়েছিল তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে শিশুদের। মিছিলের অগ্রভাবে ছোট ছোট শিশুদের রেখে আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছিল। শুধু মিছিলের অগ্রভাগে নয়, হাতে নানা প্ল্যাকার্ড নিয়ে শিশুদের সামনের সারিতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। খালি গায়ে দাবিদাওয়া লিখে আন্দোলনের নামে শিশুদের ব্যবহার করা হয়েছিল। এই নিয়ে সেই সময় অনেক অভিযোগ উঠেছিল এই ধরনের আন্দোলনের মানসিকতা নিয়ে। এদিন শিশু সুরক্ষা কমিশনের পক্ষ থেকে বিমল গুরুংকে একটি সমন পাঠানো হয়। যেখানে তাকে আগামী ২৩ অক্টোবর হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। না হলে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

শিশুমৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ : শিশুমৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ চত্বর। চিকিৎসায় গাফিলতিতে শিশুমৃত্যুর অভিযোগে এনে মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন ভাঙচুর চালায় মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। মৃত শিশুর নাম জাহেদ আখতার । তার বাড়ি পুরাতন মালদহ ব্লকের জলঙ্গি গ্রামে। মৃত শিশুর বাবার নাম আসগার আলি এবং মা জাহেরুন বিবি। প্রবল জ্বর ও ঘন ঘন বমি হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আচমকা এই তাণ্ডবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চিকিৎসক, নার্স সহ অন্যান্য রোগী ও তাদের পরিবারবর্গ। খবর পেয়ে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সরকারি সম্পত্তি নষ্টের অভিযোগে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। যদিও চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ অস্বীকার করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

গৃহবধূকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদহ : পুত্রবধূর গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার অভিযোগ উঠল শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে। অগ্নিদগ্ধ গৃহবধূর নাম আজিনা বিবি। অগ্নিদগ্ধ ওই গৃহবধূর চিকিৎসা চলছে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কালিয়াচক থানার গঙ্গাপ্রসাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের বটতলি গ্রামে। জানা গেছে, কয়েক বছর আগে বটতলি গ্রামের বাসিন্দা রামাতুলা মোমিনের সঙ্গে বিয়ে হয় আজিনা বিবির। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে অশান্তি চলছিল অজিনা বিবির। ঘটনায় গৃহবধূর শ্বশুর নুর ইসলাম এবং শাশুড়ি খাদিজা বিবির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়।

অমিতাভ'র মৃত্যু অপূরণীয় ক্ষতি : আইসি দার্জিলিং

দার্জিলিং, ১৪ অক্টোবর : শুক্রবার গুরুংপন্থীদের গুলিতে প্রাণ হারান মাত্র ২৮ বছর বয়সি সাব ইন্সপেক্টর অমিতাভ মালিক। অমিতাভ'র অকালমৃত্যুতে শোকাহত দার্জিলিং, কালিম্পঙে তাঁর সহকর্মীরাও। তাদেরও আজ চোখের বাধা মানছে না। পাহাড়ে অমিতাভর সহকর্মীদের কথায়, ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্র অমিতাভ অন্যান্য চাকরি পেলেও তা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন দেশসেবার তাগিদ থেকে। ইন্দো-টিবেটিয়ান বর্ডার পুলিশের চাকরি পাওয়ার পরে তাঁর নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পরিবারের লোকেরা সেই চাকরি করতে দেননি। শেষ পর্যন্ত ২০১৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে যোগদান করেন এই তরুণ অফিসার। দার্জিলিং সদর থানা যেখানে কর্মরত ছিলেন অমিতাভ। ওই থানার আইসি সৌম্যজিৎ রায় শনিবার সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, অমিতাভ'র মতো অফিসারের মৃত্যুতে শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের নয়, পুলিশেরও অপূরণীয় ক্ষতি হল। হাসিমুখে, ঠান্ডা মাথায় জটিল পরিস্থিতি সামাল দিতে এই তরুণ অফিসারের জুড়ি মেলা ভার।

সাহসী, প্রাণোচ্ছল, কাজের প্রতি নিষ্ঠাই তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের কাছে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। অমিতাভ'র প্রাণোচ্ছল ব্যবহারের কথা বারবার তুলে ধরছিলেন আইসি সৌম্যজিৎ রায়। সৌম্যজিৎবাবুর কথায়, পাহাড়ে সবসময়েই টেনশন। তার মাঝেও একটু রিল্যাক্স থাকার জন্য তিন-চারজন অফিসার মিলে থানার পাশে চায়ের দোকানে সময় কাটাতেন। সেই সব স্মৃতিগুলি আজ বড় বেশি সজীব হয়ে উঠছে তাঁর সহকর্মীদের কাছে। একই সঙ্গে সহকর্মীদের প্রতিজ্ঞা, যেভাবে অকালে তাঁকে ঝরে যেতে হল, তার শেষ দেখে ছাড়বেন তারা।

রক্ত সংকট মেটাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের রক্তদাতাতের রাজ্য সম্মেলন থেকে এগিয়ে আসার ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদহ : জেলায় রক্ত সংকট কাটাতে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দিলেন চিকিৎসক এবং রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্টরা। পাশাপাশি রক্তদান কর্মসূচির ইতিবাচক দিকগুলি মানুষের কাছে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আরও বেশি সদর্থক ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানানো হল সংবাদমাধ্যমকেও। ফেডারেশন অফ ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশনস এর ৩১ তম রাজ্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে শনিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় রাজ্যজুড়ে রক্ত সংকট নিরসনে এমনই সব বিষয় উঠে এল বিশিষ্টদের কাছ থেকে। নিরাপদ রক্তদান নিশ্চিতকরণ বিষয়ক সেমিনারে এদিন বক্তব্য রাখেন মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডেপুটি সুপার ডাঃ জ্যোতিষ দাস, চাঁচোল ব্লাড ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ডাঃ সুশান্ত রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, মালদহের ডেপুটি চিফ মেডিক্যাল অফিসার অফ হেলথ ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল এবং রক্তদান আন্দোলনের বিশিষ্ট কর্মী গৌতম কর। এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা রক্তদান আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী সৌম্য দে সরকারকে। আলোচনাচক্রটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দেশব্যাপী রক্তদান আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ দেবব্রত রায়। এদিনের আলোচনাসভায় ডাঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ১২০০ ইউনিট রক্ত রাখার উপযোগী মালদহ মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে প্রতি বছর প্রয়োজন হয় প্রায় ২০ হাজার ইউনিট রক্তের। অথচ বিভিন্ন রক্তদান শিবিরগুলি থেকে সাকুল্যে সংগৃহীত হয় মাত্র হাজার সাতেক ইউনিট। ফলে প্রতিবেশী তিন জেলা এবং দুই প্রতিবেশী রাজ্য থেকে মালদহে আসা রোগীদের রক্তের প্রয়োজন মেটাতে হিমশিম খেতে হয় ব্লাড ব্যাঙ্ককে। পাশাপাশি নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ এবং রক্তদানের ক্ষেত্রেও কখনও কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় পরিকাঠামো এবং স্বল্প কর্মী সংখ্যা। দেবব্রত রায় বলেন, ১৩০ কোটি জনসংখ্যার দেশে ১কোটি ২০ লক্ষ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা কেন সম্ভব হচ্ছে না তার জন্য আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। রক্তদান আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও বেশি করে জনপ্রিয় করে তুলতে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার কথাও উঠে আসে এদিন। রবিবার সম্মেলনের শেষ দিনে বক্তব্য রাখবেন রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদ তথা রামকৃষ্ণ মিশনের গভর্নিং বডির সদস্য এবং সারদাপীঠ, বেলুড় মঠের সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দ।

শাশুড়ির কান কাটার অভিযোগ পুত্রবধূর বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ: শাশুড়ির কান কেটে বাড়ি ছাড়া করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার যদুপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কমলবাড়ি গ্রামে। ওই রাতেই আহত ভারতী বেওয়া'কে (৫৫) পাড়া প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা উদ্ধার করে মালদহ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনায় আহত বৃদ্ধার তরফ থেকে পুত্রবধূ মুসলেমা বিবির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতী বেওয়ার তিন ছেলে। প্রত্যেকেই ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। মেজো ছেলে মহম্মদ হোসেনের স্ত্রী মুসলেমা বিবি'র সঙ্গে প্রায়ই দিনই শাশুড়ি ভারতী বেওয়ার ঝগড়া হত। বাড়ি থেকে ওই বৃদ্ধাকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল অভিযুক্ত পুত্রবধূ। শুক্রবার রাতে পারিবারিক বিষয় নিয়ে বিবাদ শুরু হয়। তখনই ভারতী বেওয়ার ডান কানে বটি দিয়ে কোপ মারে। তাতেই কানের অনেকটা অংশ কাটা পড়ে যায়। গুরুতর জখম হওয়ার পরই ওই বৃদ্ধার দুই ছেলে ছুটে আসেন। পরে পাড়া প্রতিবেশীরা এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে ভর্তির ব্যবস্থা করেন। মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকেরা জানিয়েছে, ডান কানে পাঁচটি সেলাই পড়েছে আহত মহিলার।

পুলিশকে অভিযোগে আহত বৃদ্ধা জানিয়েছেন, স্বামী মারা যাওয়ার পরই তিন ছেলের কাছে থাকতেন তিনি। কিন্তু মেজো ছেলের স্ত্রী চাইছিল না শাশুড়ি বাড়িতে থাকুক। আর এনিয়ে পুত্রবধূ মুসলেমা অত্যাচার চালাচ্ছিল। মারধর করে ভারতী বেওয়াকে বাড়ি ছাড়া করে দেওয়ার ঘটনার পর অভিযুক্ত পুত্রবধূ শ্বশুরবাড়ি থেকে গা-ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।